সমকাল

তারিখ : 06 JAN 2016
পৃষ্ঠা ... কলাম ...

শিক্ষকদের কর্মবিরতি

সরকারি কলেজে ক্লাস ও পরীক্ষা হয়নি

■ সমকাল প্রতিবেদক

অষ্টম জাতীয় বেতন কাঠামোয় টাইম স্কেল ও সিলেকশন গ্রেড বহাল এবং 'মর্যাদা অবনমন' সমস্যা নিরসনের দাবিতে গতকাল মঙ্গলবারও দেশের সব সরকারি কলেজ ও সংশ্লিষ্ট শিক্ষা দপ্তরগুলোতে পূর্ণদিবস কর্মবিরতি পালন করেছেন বিসিএস সাধারণ শিক্ষা ক্যাডারের শিক্ষক ও কর্মকর্তারা। এতে কলেজগুলোতে কোনো ক্লাস ও পরীক্ষা হয়নি। পাশাপাশি সোমবারের মতো মঙ্গলবারও সারাদেশে ১০টি শিক্ষা বোর্ডসহ সংশ্লিষ্ট দপ্তরগুলোতেও কাজে ঢিলেঢালা পরিস্থিতি বিরাজ করেছে।

সরকারি কলেজ শিক্ষকদের সংগঠন 'বিসিএস সাধারণ শিক্ষা সমিতি'র পূর্বঘোষিত দু'দিন কর্মবিরতি সোমবার শুরু হয়ে গতকাল শেষ হয়।

সমিতির মহাসচিব আই কে সেলিম উল্লাহ খোন্দকার বলেন, সারাদেশে সর্বাত্মক কর্মসূচি পালিত হয়েছে। তিনি বলেন, দাবি পূরণ না হলে আগামী ২২ জানুয়ারি সমিতির সাধারণ সভায় কঠোর কর্মসূচি ঘোষণা করা হবে। সেটা অনির্দিষ্টকালের মতো কর্মসূচি হতে পারে।

ঢাকা কলেজ শিক্ষক ও বিসিএস সমিতির কেন্দ্রীয় সদস্য কুদ্দুস সিকদার বলেন, তাদের কলেজেও গত দু'দিন কোনো ক্লাস-পরীক্ষা হয়নি। এ ছাড়া দাপ্তরিক কোনো কাজেও শিক্ষকরা অংশ নেননি।

রাজধানীর মিরপুর বাঙলা কলেজের শিক্ষক ও ২৪তম বিসিএস (সাধারণ শিক্ষা) ফোরামের সাধারণ সম্পাদক মনিরুল আলম বলেন, তার কলেজেও ■ পৃষ্ঠা ১৫ : কলাম ৩

সরকারি কলেজে

[তৃতীয় পৃষ্ঠার পর]

কোনো ক্লাস-পরীক্ষা হয়নি। সরকারি কলেজের অধ্যাপকরা চতুর্থ গ্রেডের কর্মকর্তা। সিলেকশন গ্রেড থাকায় এত দিন মোট অধ্যাপকের মধ্যে ৫০ শতাংশ অধ্যাপক গ্রেড-৩-এ যেতে পারতেন। কিন্তু সিলেকশন গ্রেড বাদ দেওয়ায় এখন এই পথ বন্ধ হয়ে গেছে। এ নিয়ে কয়েক মাস ধরেই আন্দোলন করছেন কলেজ শিক্ষকরা।

এদিকে, গ্রেড সমস্যা নিরসনের দাবিতে গত রোববার থেকে কালো ব্যাজ ধারণ করতে শুরু করেছেন পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষকরা। ৭ জানুয়ারি পর্যন্ত শিক্ষকরা কালো ব্যাজ ধারণ করে ক্লাসে যাবেন। এর পর ১১ জানুয়ারি থেকে অনির্দিষ্টকালের জন্য সর্বাত্মক কর্মবিরতিতে যাবেন তারা। বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষক সমিতির জোট 'বাংলাদেশ পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষক সমিতি ফেডারেশন'-এর ডাকে এ কর্মসূচি পালিত হবে।